দৈনিক ইত্তেফাক

17 JUL 2017

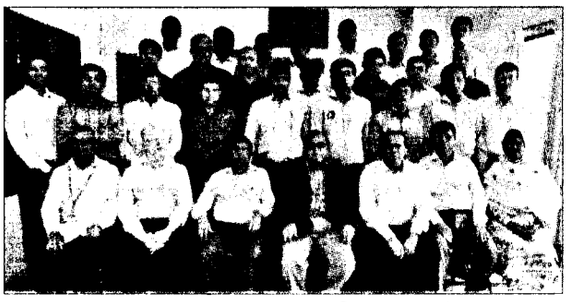

জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকায় সম্প্রতি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সুশাসন, সততা ও নৈতিকতা বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালায়,ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক মানিক চন্দ্র দে এবং ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মো. আবদুস সালাম বক্তব্য রাখেন । এ সময় জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজের প্রিন্সিপাল (জিএম) হোসেইন ইয়াহইয়া চৌধুরী এবং ডিজিএম কাজী গোলাম মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন

দৈনিক সকালের খবর

17 JUL 2017

জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজে গত শনিবার 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সুশাসন, সততা ও নৈতিকতা বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক মানিক চন্দ্র দে এবং ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি মো. আবদুস সালাম বক্তব্য রাখেন। এ সময় জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজের প্রিন্সিপাল (জিএম) হোসেইন ইয়াহইয়া চৌধুরী এবং ডিজিএম কাজী গোলাম মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন

দৈনিক ভোরের কাগজ

17 JUL 2017

জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজের দিনব্যাপী কর্মশালা

জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকায় গত শনিবার 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সুশাসন, সততা ও নৈতিকতা' বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক মানিক চন্দ্র দে এবং ব্যাংকের সি.ইও এন্ড এমডি মো. আবদুস সালাম বক্তব্য রাখেন । এ সময় জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজের প্রিন্সিপাল (জিএম) হোসেইন ইয়াহইয়া চৌধুরী এবং ডিজিএম কাজী গোলাম মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি

17 JUL 2017

দৈনিক সংবাদ

জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকায় গত শনিবার 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সুশাসন, সততা ও নৈতিকতা বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ-এর পরিচালক মানিক চন্দ্র দে এবং ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি মো. আবদুস সালাম বক্তব্য রাখেন। এ সময় জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজের প্রিন্সিপাল (জিএম) হোসেইন ইয়াহ্ইয়া চৌধুরী এবং ডিজিএম কাজী গোলাম মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন

দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ

17 JUL 2017

জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সুশাসন, সততা ও নৈতিকতা বিষয়ক কর্মশালা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অংশ নেয়া কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের পরিচালক মানিক চন্দ্র দে এবং ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম বক্তব্য রাখেন । এ সময় জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ-এর প্রিন্সিপাল (জিএম) হোসেইন ইয়াহইয়া চৌধুরী এবং ডিজিএম কাজী গোলাম মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক ভোরের ডাক

তারিখ 17 JUL 2017

জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ ঢাকায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কর্মশালা

জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকায় গত শনিবার 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সুশাসন, সততা ও নৈতিকতা বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ-এর পরিচালক মানিক চন্দ্র দে এবং ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি মো. আবদুস সালাম বক্তব্য রাখেন।

The Independent

17 JUL 2017

Abdus Salam, managing director and CEO of Janata Bank, and Manik Chandra Dey, director of the bank, attend a day-long workshop on 'moral values, ethics, good governance' orgnaised by the staff college of the bank in the capital on Saturday. PHOTO:COURTESY

The Daily Sun

1 / JUN 2017

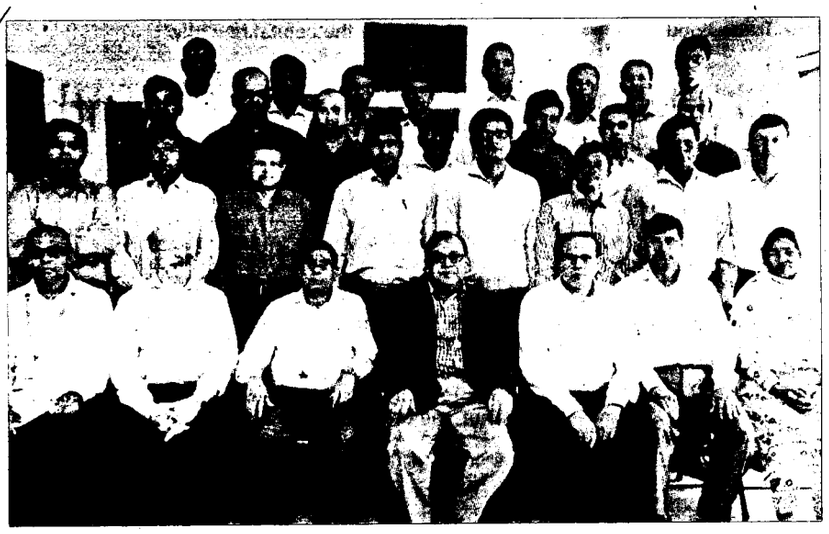

Janata Bank CEO and Managing Director Md Abdus Salam poses for a photo with the participants of a workshop organised by the bank at Janata Bank Staff College in the capital on Saturday.

Daily INDUSTRY

17 JUL 2017

Janata Bank Staff College, Dhaka on Saturday organized a day-long workshop on good governance, honesty and ethics for implementation of "National Purification Strategy". Manik Chandra Dey, Director of the Board of Directors and Chief Executive Officer and managing director of the Bank, Abdus Salam addressed in the workshop.

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : দৈনিক সংবাদ

তারিখ : 17 JUL 2011

ফরজ আলী জনতা ব্যাংকের নতুন ডিএমডি

ড. মো. ফরজ আলী সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) পদে যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি একই ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সালে জনতা ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। চাকুরি জীবনে বিভিন্ন গ্রেডের শাখা প্রধান, প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, ডিভিশনাল অফিস, লোকাল অফিস ও জনতা ভবন কর্পোরেট শাখার দায়িত্ব পালন করেন। ড. মো. ফরজ আলী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি এমবিএ, এলএলবি ডিগ্রিসহ পিএইচডি অর্জন করেন। তিনি ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। চাকুরির বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি থাইল্যান্ড, হংকং, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকাসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই অনুষ্ঠিত ট্রেনিং, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশ নেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : দৈনিক সমকাল

তারিখ : 17 JUL 2017

ড. মোঃ ফরজ আলী জনতা ব্যাংকের নতুন ডিএমডি

ড. মোঃ ফরজ আলী সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি)' পদে যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি একই ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সালে জনতা ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। চাকুরী জীবনে বিভিন্ন গ্রেডের শাখা প্রধান, প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, ডিভিশনাল অফিস, লোকাল অফিস ও জনতা ভবন কর্পোরেট শাখার দায়িত্ব পালন করেন। ড. মোঃ ফরজ আলী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। পরে তিনি এমবিএ, এলএলবি ডিগ্রীসহ পিএইচডি অর্জন করেন। তিনি ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেন। চাকুরীর বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি থাইল্যান্ড, হংকং, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকাসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই অনুষ্ঠিত ট্রেনিং, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশ নেন। পি-/১৭

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

দৈনিক সমকাল

তারিখ 17 JUL 2017

জনতা ব্যাংকের প্রাক্তন ডিজিএম আফজালুর রহমান (সেলিম)-এর ইন্তেকাল

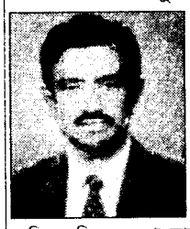

জনতা ব্যাংকের প্রাক্তন ডিজিএম আফজালুর রহমান (সেলিম) গত ১৫ জুলাই, ২০১৭ইং (৩১ আষাঢ় ১৪২৪ বাংলা, ২০ শাওয়াল ১৪৩৮ হিজরি) তারিখে সকাল ৬: ৫০ মিনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল৭১ বছর (তার জন্ম তারিখ- ১৬ জুলাই, ১৯৪৬, ৩১ আষাঢ়, ১৩৫৩, ১৭ই শাবান, ১৩৬৫ হিজরি)। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল মরহুম আলী আজহার এবং মরহুমা জমিলা খাতুনের একমাত্র পুত্র। মরহুমের নামাজের জানাজা তার নিজ বাসগৃহে বাদ জোহর অনুষ্ঠিত হয়। তিনি স্ত্রী, দুই মেয়ে, এক ছেলে এবং নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন এবং গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো হলো। সি-/১৭

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

দৈনিক প্রথম আলো

তারিখ ঃ 17 JUL 2017

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রবৃদ্ধি অর্জন মূল লক্ষ্য

মুদ্রানীতি ঘোষণা ২৬ জুলাই

নিজস্ব প্রতিবেদক ❋

খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ায় মূল্যস্ফীতি বাড়ছে। খাদ্য আমদানিতে খরচও বাড়ছে। তবে প্রবাসী আয় ও রপ্তানি আয়ে মন্দাবস্থায় কমছে বৈদেশিক মুদ্রা আয়। নতুন বিনিয়োগ না হলেও ঠিকাদারদের কারণে বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহে কিছুটা চাঙাভাব ফিরে এসেছে। এতে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ এসেছে বলে মনে করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ কারণে নতুন মুদ্রানীতিতে বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবাহ কিছুটা বাড়ছে।

এসব বিষয়কে সামনে রেখেই চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর) মুদ্রানীতি ঠিক করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গভর্নর ফজলে কবির ২৬ জুলাই নতুন এ মুদ্রানীতি ঘোষণা করতে পারেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন মুদ্রানীতি বিষয়ে অর্থনীতিবিদ, সাবেক গভর্নর, ব্যাংকার ও সংশ্লিষ্টদের মতামত সংগ্রহ করছে। শেষ সময়ে সরকারেরও মতামত নেওয়া হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের সঙ্গে গতকালও মুদ্রানীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন গভর্নর।

মুদ্রানীতি বিষয়ে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মির্জ্জা এ বি আজিজুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, অনেক উন্নত ও উচ্চ আয়ের দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজেই মূল্যস্ফীতি ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে। এ কারণে তাদের মুদ্রানীতিতে নতুনত্ব আনার সুযোগ থাকে। সরকারের লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে মিল রেখেই বাংলাদেশে মুদ্রানীতি দিতে হয়। এ কারণে মুদ্রানীতির সঙ্গে সম্পর্ক না হলেও আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা আনা মুদ্রানীতির অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

মির্জ্জা আজিজ বলেন, ব্যাংকগুলো কেন খারাপ হয়ে পড়ছে, খেলাপি ঋণ কীভাবে কমানো যায়, তার উদ্যোগ থাকতে হবে মুদ্রানীতিতে। তবে সরকারের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ও মূল্যস্ফীতির সঙ্গে মিল রেখে ১৬ শতাংশ ব্রড মানি (ব্যাপক মুদ্রার) প্রক্ষেপণ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছরের সঙ্গে মিল রেখে বছরে দুবার মুদ্রানীতি ঘোষণা করে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখে কাঙ্ক্ষিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের ঘোষণা থাকে মুদ্রানীতিতে। উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের পাশাপাশি আর্থিক খাত শৃঙ্খলিত রাখার ঘোষণাও থাকে মুদ্রানীতিতে। সরকারের বাজেটের সঙ্গে মিল রেখেই ঘোষিত হয় মুদ্রানীতি। এবারের বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ এবং মূল্যস্ফীতি ৫ দশমিক ৫০ শতাংশ।

সূত্র জানায়, গত অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় এবারও সতর্ক মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হবে। বিশেষ করে নির্বাচনের আগে মূল্যস্ফীতি বাড়তে থাকায়, তা নিয়ন্ত্রণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রবৃদ্ধি অর্জনে বেসরকারি খাতে ঋণ জোগান যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, সেদিকে নজর রাখা হবে। এ জন্য বেসরকারি খাতে এবার ঋণ জোগানের প্রাক্কলন বাড়িয়ে ১৭ শতাংশ করা হতে পারে। গত মুদ্রানীতিতে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ। এপ্রিল পর্যন্ত ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। এদিকে গত জুনে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৫ দশমিক ৯২ শতাংশে উঠেছে।

এদিকে এপ্রিল শেষে দেশের আর্থিক খাতে খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ১১ হাজার ৩৪৭ কোটি টাকা। বড় ধরনের অনিয়মের কারণে প্রায় ১৫টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পর্যবেক্ষক বসিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আরও কয়েকটি ব্যাংকে বড় অনিয়মের খবর মিলছে। এসব বিষয়ও প্রাধান্য পাবে নতুন মুদ্রানীতিতে।

দৈনিক বণিক বার্তা

17 JUL 2017

শীর্ষ ঋণখেলাপির ৪০% বস্ত্র ও পোশাক খাতের

হাছান আদনান ■

ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের বড় অংশই সৃষ্টি করেছে বস্ত্র ও পোশাক খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিফলন রয়েছে সম্প্রতি সংসদে প্রকাশিত শীর্ষ ১০০ ঋণখেলাপির তালিকায়ও। তালিকা পর্যালোচনায় দেখা যায়, শীর্ষ ঋণখেলাপিদের ৪০ শতাংশের মতো বস্ত্র ও পোশাক খাতের প্রতিষ্ঠান।

দেশের ব্যাংকিং খাতে সবচেয়ে বড় লুটপাটের ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে সোনালী ব্যাংকে হল-মার্ক কেলেঙ্কারি। শুধু সোনালী ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার জন্যই বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাতের অন্তত ২৫টি ভুয়া কোম্পানি খোলে গ্রুপটি। হল-মার্কের প্রতিষ্ঠানগুলোকে সোনালী ব্যাংক ঋণ দিয়েছে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা। জাতীয় সংসদে প্রকাশিত শীর্ষ ১০০ খেলাপির তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছে হল-মার্ক গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ম্যাক্স স্পিনিং মিলস লিমিটেডের নাম। শুধু এ প্রতিষ্ঠানটির কাছেই সোনালী ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫২৫ কোটি ৬০ লাখ টাকা।

সোনালী ব্যাংকের শীর্ষ ঋণখেলাপিদের মধ্যে রয়েছে টি অ্যান্ড ব্রাদার গ্রুপের নাম। বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাতের এ গ্রুপটির চারটি প্রতিষ্ঠানের কাছে মোট ৬৯৯ কোটি ১৫ লাখ টাকার ঋণ রয়েছে ব্যাংকটির। এর মধ্যে টি অ্যান্ড ব্রাদার নিট কম্পোজিট লিমিটেডকে দেয়া ৩৭৬ কোটি ৫৫ লাখ, ড্রেস মি ফ্যাশনস লিমিটেডকে ১৩৩ কোটি ৬০ লাখ, এক্সপোর্ট টেক লিমিটেডকে ১৭৫ কোটি ৬৬ লাখ ও জিনস অ্যাকসেসরিজকে দেয়া ১৩ কোটি ৩৪ লাখ টাকার ঋণ এরই মধ্যে খেলাপি হয়ে পড়েছে।

লুটপাটের শিকার বেসিক ব্যাংকের শীর্ষ খেলাপিদের তালিকায় নাম রয়েছে প্রোফিউশন টেক্সটাইল লিমিটেডের। প্রতিষ্ঠানটির কাছে বেসিক ব্যাংকের পাওনা ১১১ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। সংসদে প্রকাশিত শীর্ষ ১০০ ঋণখেলাপির তালিকায়ও প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে ৬০ নম্বরে।

শীর্ষ ১০০ খেলাপি প্রতিষ্ঠানের তালিকায় ১৬ নম্বরে রয়েছে শাহরিশ কম্পোজিট টাওয়েল লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি জনতা ব্যাংক থেকে ৩১৩ কোটি টাকা নিয়ে পরিশোধ করেছে মাত্র ৪ লাখ। আলফা কম্পোজিট টাওয়েলস লিমিটেড যমুনা, জনতা ও প্রিমিয়ার ব্যাংক থেকে ২৭০ কোটি ৬৫ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে এক পয়সাও পরিশোধ করেনি।

খেলাপি প্রতিষ্ঠানের তালিকায় থাকা ওয়ান ডেনিম মিলস লিমিটেড ব্যাংক এশিয়া, সিটি ব্যাংক, ডিবিবিএল, ইস্টার্ন, জনতা ও সাউথইস্ট ব্যাংক থেকে মোট ১৭৩ কোটি ৩৩ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছে, যার পুরোটাই খেলাপ হয়েছে। ওয়েল-মার্ট ফ্যাশন লিমিটেড সোনালী ব্যাংকের ১৭০ কোটি ৩ লাখ, এমবিএ গার্মেন্টস অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড জনতা ব্যাংকের ১৬৯ কোটি ৪ লাখ, ইন্দুস ওয়ার্ল্ড টেক্সটাইল লিমিটেড জনতার ১৫২ কোটি ৩ লাখ, দোয়েল অ্যাপারেলস লিমিটেড ন্যাশনাল ব্যাংকের ১৪৩ কোটি ৫৯ লাখ, বিসমিল্লাহ টাওয়েলস লিমিটেড প্রাইম ব্যাংক থেকে ১৩৪ কোটি ১৭ লাখ টাকা ঋণ নেয়ার পর এক টাকাও পরিশোধ করেনি। এছাড়া আলফা কম্পোজিট টাওয়েলস লিমিটেড প্রাইম ব্যাংকের কাছ থেকে ১৩১ কোটি ৪ লাখ, নিউ রাখি টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড সোনালীর কাছ থেকে ১৩২ কোটি, মাকসুদা স্পিনিং মিল ডাচ্-বাংলা থেকে ১১৯ কোটি ৯৫ লাখ, বিসমিল্লাহ টাওয়েলস লিমিটেড শাহজালাল থেকে ১০৯ কোটি ৬৭ লাখ, মাহবুব স্পিনিং সাউথইস্ট থেকে ১০৮ কোটি ৭ লাখ, সর্দার অ্যাপারেলস লিমিটেড অগ্রণী থেকে ১০৫ কোটি ৫৮ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেনি। শীর্ষ ১০০ ঋণখেলাপির তালিকায় এ প্রতিষ্ঠানগুলোর নামও ঠাঁই পেয়েছে।

এ বিষয়ে দেশের তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী হা-মীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও এফবিসিসিআইয়ের সাবেক চেয়ারম্যান এ. কে. আজাদ *বণিক বার্তা*কে বলেন, ব্যবসা করতে গিয়ে যে কেউ সত্যিকার অর্থেই ঋণখেলাপি হয়ে যেতে পারে। অর্ডার বাতিল হওয়া, শ্রমিক অসন্তোষ, প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে কোনো কোনো ব্যবসায়ীর ব্যবসায় সমস্যা হতে পারে। সাধারণত ছোট ঋণখেলাপিদের ক্ষেত্রে এমনটি হয়। কিন্তু বড় খেলাপিরা সাধারণত ঋণের অর্থ ডাইভার্ট করে ফেলেন। ইচ্ছাকৃতভাবেই এ ধরনের ব্যবসায়ীরা ঋণখেলাপি হয়ে যান। পরে ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে সুদ মওকুফ, ঋণ পুনঃতফসিল, পুনর্গঠনসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করেন।

> বস্ত্র ও পোশাক খাত থেকে দ্রুততম সময়ে রিটার্ন আসে। দ্রুত ধনী হওয়ার আশায় তাই অনেকেই এ খাতে বিনিয়োগ করেন। তবে না বুঝে ঝোঁকের বশে যারা বিনিয়োগ করেছেন, তারাই বিপদে পড়েছেন। এদের অনেকেই এখন ব্যবসা করতে পারছেন না
>
> **মো. আতাউর রহমান প্রধান**
> এমডি, রূপালী ব্যাংক

তিনি বলেন, কোন প্রকল্পে ঋণ দিলে খেলাপি হয়ে যাবে, ব্যাংকাররা তা জানেন। তার পরও যদি রাজনৈতিক কিংবা অন্য কোনো কারণে ঋণ দেয়া হয়, তাহলে ওই ঋণ খেলাপি হতে বাধ্য। এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনসহ (দুদক) সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। তবে যেসব গ্রাহক অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঋণখেলাপি হয়ে যান, তাদের পাশে সরকার ও ব্যাংকগুলোর দাঁড়ানো উচিত। সব উদ্যোক্তার দক্ষতা সমান নয়। অদক্ষ উদ্যোক্তা সব খাতেই থাকতে পারেন।

শীর্ষ খেলাপির তালিকায় থাকা কেয়া গ্রুপের প্রতিষ্ঠান কেয়া ইয়ার্ন মিলস লিমিটেডে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ১৩৩ কোটি টাকার ঋণ খেলাপি। এছাড়া শীর্ষ ঋণখেলাপির তালিকায় থাকা বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাতের অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো হলো— বেনেটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, আনোয়ার স্পিনিংস মিলস, মুন্নু ফ্যাব্রিকস লিমিটেড, চৌধুরী নিটওয়্যারস লিমিটেড, ফেয়ার ট্রেড ফ্যাব্রিকস লিমিটেড, রানকা শোল কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড, রানকা ডেনিম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড, বিশ্বাস গার্মেন্টস লিমিটেড, আশিক কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড, এইচআর স্পিনিং মিলস (প্রা.) লিমিটেড, এপেক্স উইভিং অ্যান্ড ফিনিশিং মিলস লিমিটেড, দি ওয়েল টেক্স লিমিটেড, অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বিশ্বাস টেক্সটাইলস লিমিটেড, ডি. আফরোজ সোয়েটার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, মোবারক আলি স্পিনিং মিলস লিমিটেড ও ফেয়ার এক্সপো উইভিং মিলস লিমিটেড।

রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আতাউর রহমান প্রধান বলেন, আমাদের দেশে শিল্প বলতে এখনো বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাতকেই বোঝানো হয়। শিল্পে বিনিয়োগের ৬০ শতাংশই এ খাতে। ইস্পাত, সিমেন্টসহ ভারী শিল্পে বিনিয়োগ আমাদের দেশে খুবই কম। বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাতে শুরুতে যেসব উদ্যোক্তা এসেছিলেন, তারা খুবই ভালো করেছেন। বস্ত্র ও পোশাক খাত থেকে দ্রুততম সময়ে রিটার্ন আসা শুরু হয়। দ্রুত ধনী হওয়ার আশায় তাই অনেকেই এ খাতে বিনিয়োগ করেন। তবে না বুঝে ঝোঁকের বশে যারা বিনিয়োগ করেছেন, তারাই বিপদে পড়েছেন। এদের অনেকেই এখন ব্যবসা করতে পারছেন না।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ : 17 JUL 2017

এনআরবিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও এমডির আমলনামা স্থায়ী কমিটিতে

হারুন-অর-রশিদ ●

ক্ষমতার অপব্যবহার করে ৭০১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেন নতুন প্রজন্মের এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি)। পরিদর্শনে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ার পর তাদের দুর্নীতির দায়ে পদ থেকে কেন অপসারণ করা হবে না, তা জানতে চেয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। ওই নোটিশের জবাব পাঠিয়েছেন চেয়ারম্যান ও এমডি। এখন তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে শুনানির জন্য গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থায়ী কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে ঘটনার সারসংক্ষেপ। ওই সারসংক্ষেপ বিশ্লেষণ করে চেয়ারম্যান ও এমডিকে ব্যক্তিগত শুনানিতে ডাকতে পারে স্থায়ী কমিটি। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়গুলো এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

এনআরবিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) উল্লেখ করে গত ২০ মার্চ চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার ফরাসৎ আলী এবং এমডি দেওয়ান মুজিবুর রহমানকে কারণ দর্শানো নোটিশ পাঠায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ। ১০ দিনের মধ্যে এর জবাব দিতে বলা হয়। ব্যাংকের চেয়ারম্যানকে দেওয়া নোটিশে সুনির্দিষ্ট কোনো ধারা উল্লেখ করা হয়নি। তবে এমডিকে ব্যাংক কোম্পানি আইনের ৪৬ ধারায় নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এই ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যে কোনো ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পরিচালক বা এমডিকে অপসারণ করতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর আগে বেসিক ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের এমডিকে অপসারণের আগে ৪৬ ধারায় নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।

সূত্র জানায়, কারণ দর্শানো নোটিশের উত্তর পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দুর্নীতি ও তাদের জবাবের সারসংক্ষেপ স্থায়ী কমিটিতে পাঠায়। স্থায়ী কমিটি সারসংক্ষেপ পাওয়ার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত শুনানিতে ডাকে। এর পর তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু প্রায় দুই মাস পেরিয়ে গেলেও এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের বিষয়ে সারসংক্ষেপ স্থায়ী কমিটিতে পাঠায়নি ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ। কয়েক দিন আগে অর্থমন্ত্রী এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে গভর্নরের কাছে সারসংক্ষেপ পাঠান।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল এ বিষয়ে সারসংক্ষেপ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ থেকে স্থায়ী কমিটির কাছে পাঠানো হয়। স্থায়ী কমিটির প্রধান হলেন ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহা. রাজী হাসান। অন্য সদস্যরা হলেন নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল ও মিজানুর রহমান জোদ্দার এবং সদস্য সচিব ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের মহাব্যবস্থাপক আবু ফারাহ মো. নাসের।

নিয়ম অনুযায়ী স্থায়ী কমিটি শুনানির জন্য চেয়ারম্যান ও এমডিকে ডাকতে পারে। এর পর তাদের জবাবে সন্তুষ্ট না হলে আইন অনুযায়ী অপসারণের জন্য সুপারিশ করে গভর্নরের কাছে পাঠাবে। গভর্নর অনুমোদন করলে তারা অপসারিত হবেন। ব্যাংক কোম্পানি আইনের ৪৮ ধারায় বলা হয়েছে, ৪৬ ও ৪৭ ধারা অনুসারে গভর্নর ছাড়া অন্য কেউ চেয়ারম্যান ও এমডির অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। তবে এ উদ্দেশে গঠিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে গভর্নর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষায় পর্ষদ ব্যর্থ প্রমাণিত হলে ওই ধারা অনুসারে পরিচালনা পর্ষদও ভেঙে দিতে পারেন গভর্নর।

এ বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ার ফরাসৎ আলী বলেন, সঠিকভাবে আমরা ব্যাংক পরিচালনা করে আসছি। আমাদের বিরুদ্ধে আনা বিভ্রান্তিমূলক অভিযোগের বিষয়ে আদালতে মামলা চলছে। এখন যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে আমাদের ডাকা হয়, তা হলে বিষয়টি সুস্পষ্ট করে তাদের কাছে উপস্থাপন করা হবে।

উল্লেখ্য, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার ফরাসৎ আলীর কাছে পাঠানো বাংলাদেশ ব্যাংকের নোটিশে উল্লেখ করা হয়– বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ পরিদর্শনে ব্যাংকের করপোরেট গভর্ন্যান্স তথা ব্যাংক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম, বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ অনুমোদন ও বিতরণের সঙ্গে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে, যা ব্যাংক এবং আমানতকারীর স্বার্থের পরিপন্থী। বিশেষ পরিদর্শনে পাওয়া বিভিন্ন অনিয়ম পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, আমানতকারীর স্বার্থরক্ষায় পরিচালনা পর্ষদ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়– পরিচালনা পর্ষদের সদস্য না হয়েও মার্কেন্টাইল ব্যাংকের চেয়ারম্যান শহীদুল আহসান এবং তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান আহসান গ্রুপের কর্মকর্তা এনআরবিসি ব্যাংকের বিভিন্ন পর্ষদ সভায় উপস্থিত থাকার বিষয়টি পরিদর্শনে পরিলক্ষিত হয়েছে। আহসান গ্রুপের পরিচালক ও আবদুল মান্নানের বিকল্প পরিচালক সৈয়দ গোলাম ফারুক বিকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগেই পর্ষদের চারটি সভায় উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া শহীদুল আহসানের স্বার্থসংশ্লিষ্ট এজি অ্যাগ্রোকে প্রিন্সিপাল শাখা থেকে ১৮৩ কোটি টাকা এবং চন্দ্রগঞ্জ শাখা থেকে বেগমগঞ্জ ফিডের নামে সৃষ্টি ঋণসহ ৩০১ কোটি টাকার ঋণে নানা অনিয়ম হয়েছে। নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ধানমণ্ডি শাখার খেলাপি গ্রাহক গোল্ডেন স্টার ইন্ডাস্ট্রিজকে ঋণ প্রদান ছিল বেআইনি। এ ছাড়া এক্সিম ব্যাংকের গ্রাহক প্রতিষ্ঠান ফার্স্ট করপোরেশনের ৮ কোটি ৭৭ লাখ টাকার ঋণ অধিগ্রহণসহ প্রতিষ্ঠানটিকে ২০ কোটি টাকার ঋণ, ব্যাংকের পরিচালক সৈয়দ মুনসেফ আলীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান মাল্টিপ্ল্যান ডেভেলপমেন্টকে দেওয়া ঋণ ডাউনপেমেন্ট ছাড়াই এমডির একক ক্ষমতায় ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি, বরিশালের উজিরপুর উপজেলার সাতলা ইউনিয়নে একটি অ্যাগ্রো ফিশারিজ প্রকল্পের ৩ কোটি ৫০ লাখ টাকার আবেদনসহ বিভিন্ন অনিয়মের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : আজকালের খবর |

তারিখ : 17 JUL 2017

রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের নয় হাজার কোটি টাকার সুদ মওকুফ

❋ অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

গত এক দশকের হিসাবে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় খাতের আট বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক নয় হাজার ২৮৫ কোটি টাকার সুদ মওকুফ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১০ সালে সুদ মওকুফের হিড়িক শুরু হয়। ওই বছরে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলো সুদ মওকুফ করে দুই হাজার ১০৬ কোটি টাকার। পরের বছর ২০১১ সালেও দুই হাজার ৩৫৭ কোটি টাকার সুদ মওকুফের ঘটনা ঘটে। সে তুলনায় ২০১৬ সালে সুদ মওকুফ অর্ধেকে নেমে আসে।

ব্যাংকগুলো মূলত ২০০৬ সালে জারিকৃত অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক পরিপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সুদ মওকুফ করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, বেশিরভাগ ব্যাংক সুদ মওকুফে কস্ট অব ফান্ড শিথিল করে ঋণগ্রহীতাকে সুযোগ দিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওই পরিপত্রে ব্যবসার দুর্দশাজনিত কারণে সুদ মওকুফের বিধান থাকলেও অন্য কারণ দেখিয়েও সুদ মওকুফ হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, এক দশকে সোনালী ব্যাংক দুই হাজার ৪৪৬ কোটি, জনতা ব্যাংক তিন হাজার ৩৩৫ কোটি, অগ্রণী ব্যাংক এক হাজার ৯৮৪ কোটি, রূপালী ব্যাংক ৭১৫ কোটি, বেসিক ব্যাংক ৬৮ কোটি ৫৬ লাখ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২৪৩ কোটি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ৩৮৬ কোটি ৪৭ লাখ এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৯৭ কোটি টাকার সুদ মওকুফ করা হয়েছে। ডিসেম্বর-২০১৭ শেষে সরকারি ব্যাংকগুলোর প্রকৃত লোকসান দাঁড়িয়েছে ৫১১ কোটি ৪১ লাখ টাকা। এর মধ্যেও ব্যাংকগুলোতে সুদ মওকুফের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এতে ব্যাংকগুলোর যেমন আয় কমছে, তেমনি বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায়ও পিছিয়ে পড়ছে। তথ্যে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় মালিকানার বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো বিগত পাঁচ বছরে সুদ মওকুফ করেছে তিন হাজার ২০৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২০১২ সালে মওকুফ করা হয়েছে ৯৯৬ কোটি ৭৫ লাখ, ২০১৩ সালে ৫১৮ কোটি ৬৪ লাখ, ২০১৪ সালে ৫৬২ কোটি ৯৫ লাখ, ২০১৫ সালে ৭৪৩ কোটি ৬০ লাখ এবং ২০১৬ সালে ৪০৮ কোটি পাঁচ লাখ টাকার সুদ মওকুফ করা হয়েছে।

The Financial Express 17 JUL 2017

Exchange Rate

July 16, 2017

The following were the commercial banks' rates to public for some selected foreign currencies with Bangladesh Taka in cash transaction on **Sunday**.

Selling rates to public (outward remittance)

Bank	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	81.7000	94.2031	107.3519	0.7335	84.9822	64.9336	64.3484
Janata Bank	81.7000	94.4752	107.6918	0.7221	84.7978	65.1582	64.5455
Agrani Bank	81.7300	93.9800	108.2500	0.7365	85.1238	64.9298	64.1518
Rupali Bank	81.7300	94.4688	108.1235	0.7344	85.8437	65.6342	64.7518
FCBs							
StanChart	81.9400	95.1490	108.4925	0.7416	86.9517	66.2407	65.6191
CBC	81.9900	95.3298	107.0789	0.7340	--	64.3816	64.6081
PCBs							
SEBL	81.8500	95.0700	107.4619	0.7350	86.7419	64.4066	63.7336
BRAC Bank	81.7900	94.8181	107.3099	0.7452	86.4373	64.2456	64.2456
Prime Bank	81.9000	95.6681	109.2373	0.7436	85.7469	65.1899	64.4201
AB Bank	81.7900	96.6034	108.8797	0.7453	85.8588	65.7570	--
Uttara Bank	81.7500	95.9425	107.9691	0.7387	84.9683	64.9209	64.3026

Buying rates from public (inward remittance)

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	80.3000	91.6196	104.9460	0.7063	82.9081	63.1609	62.5445
Janata Bank	80.3000	91.5112	104.7743	0.7129	83.2624	63.4559	62.8119
Agrani Bank	80.3000	91.3800	104.9029	0.7034	83.0047	63.2334	62.7588
Rupali Bank	80.3000	91.5800	104.7090	0.7053	82.9246	63.0782	62.4588
FCBs							
StanChart	80.4500	91.5585	104.9034	0.7055	83.0307	62.5133	61.9266
CBC	80.5000	91.1743	102.6697	0.6957	--	61.5679	60.5843
PCBs							
SEBL	80.3500	91.2273	103.1367	0.7016	83.3766	62.9092	61.5213
BRAC Bank	80.3000	91.4669	103.8334	0.7087	81.6706	64.5826	61.4306
Prime Bank	80.4500	91.4414	104.9404	0.7071	82.9529	63.2016	62.7735
AB Bank	80.3000	91.3814	103.8112	0.7015	82.5379	62.6302	--
Uttara Bank	80.3500	91.3815	104.3062	0.7114	83.2926	63.3747	62.6646

Selling rates to importers

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	81.7500	94.2607	107.4176	0.7339	85.2889	64.9733	64.3878
Janata Bank	81.7500	94.5096	107.7311	0.7224	84.8289	65.1820	64.5690
Agrani Bank	81.7500	94.0000	108.2762	0.7367	85.1345	64.9456	64.1675
Rupali Bank	81.7500	94.4917	108.1497	0.7346	85.8645	65.6500	64.7674
FCBs							
StanChart	81.9500	95.1585	108.5034	0.7417	86.9604	66.2473	65.6257
CBC	82.0000	95.4298	107.1789	0.7350	--	64.4316	64.6581
PCBs							
SEBL	81.8500	95.0700	107.4619	0.7350	86.7419	64.4066	63.7336
BRAC Bank	81.8000	94.8481	107.5599	0.7457	86.4673	66.0029	64.2756
Prime Bank	81.9500	95.7255	109.3028	0.7440	85.7988	65.2294	64.4593
AB Bank	81.8000	96.6534	108.9297	0.7463	85.9388	65.8370	--
Uttara Bank	81.8000	95.9999	108.0346	0.7391	85.0202	64.9604	64.3418

Buying rates from exporters

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	80.1800	91.4827	104.7892	0.7052	82.7842	63.0665	62.4511
Janata Bank	80.0700	91.0397	104.3500	0.7100	82.9262	63.1997	62.5582
Agrani Bank	80.1500	91.2080	104.7064	0.7021	82.8490	63.1147	62.6414
Rupali Bank	80.1800	91.4424	104.5518	0.7043	82.8001	62.9833	62.3649
FCBs							
StanChart	80.2623	91.3448	104.6586	0.7038	82.8369	62.3674	61.7821
CBC	80.3122	90.7395	102.2666	0.6930	--	61.3284	60.3479
PCBs							
SEBL	80.3500	91.2273	103.1367	0.7016	83.3766	62.9092	61.5213
BRAC Bank	80.1918	91.3533	103.7009	0.6997	81.5655	64.4989	61.3504
Prime Bank	80.2310	91.1902	104.6537	0.7051	82.7257	63.0285	62.6020
AB Bank	80.0500	90.9648	103.3584	0.6985	82.2271	62.3775	--
Uttara Bank	80.1551	91.1350	103.8987	0.7088	82.9878	63.1344	62.4330

Notes: USD = US Dollar, GBP = Great Britain Pound, JPY = Japanese Yen, CAD = Canadian Dollar, AUD = Australian Dollar, SAR = Saudi Riyal, MYR = Malaysian Ringgit, AED = UAE Dirham, KWD = Kuwait Dinar, QAR = Qatar Riyal, HKD = Hong Kong Dollar, SGD = Singapore Dollar, CHF = Swiss Franc, NA = Data Not Available, PLC = Public Limited Company, FCB = Foreign Commercial Bank, PCB = Private Commercial Bank.

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক জনতা

তারিখ ঃ 17 JUL 2017

জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকায় গত শনিবার 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সুশাসন, সততা ও নৈতিকতা বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ-এর পরিচালক মানিক চন্দ্র দে এবং ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মো. আবদুস সালাম বক্তব্য রাখেন। এসময় জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ-এর প্রিন্সিপাল (জিএম) হোসেইন ইয়াহ্ইয়া চৌধুরী এবং ডিজিএম কাজী গোলাম মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন -জনতা